



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

Bangladesh Agricultural Research Institute

Joydebpur, Gazipur-1701

কৃষিই সমৃদ্ধি

ফোন: ৪৯২৬৩৫৪০, ৪৯২৬১৫০৭
পিএবিএক্স: ৪৯২৭০০৪১-৮
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৪৯২৬১৪১৫
E. mail: dg.bari@bari.gov.bd
web: www.bari.gov.bd

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে হস্তান্তরিত ফসল উৎপাদন কৃষি প্রযুক্তির তালিকা

ক্রমিক নং	প্রযুক্তির নাম	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১.	মরিচের আগাছা দমন	চারা রোপনের ১৫-৩০ ও ৪৫ দিন পর আগাছা দমন করা মরিচের জন্য অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।
২.	রোপা আমনের সাথে ভুট্টার রিলে ফসল	রোপা আমনের সাথে ৫০ সে.মি. × ২০ সেমি দূরত্বে হাইব্রিড ভুট্টার রোপণের ২৫-৩০ দিন পরে মালচিং একটি উৎকৃষ্ট প্রযুক্তি।
৩.	আলু+মিষ্টি কুমড়ার আন্তঃফসলে মিষ্টি কুমড়ার বপন সময়	আলু+মিষ্টি কুমড়ার আন্তঃফসলে মিষ্টি কুমড়ার বপন সময় আলু রোপণের ২০ দিন পরে মিষ্টি কুমড়ার রোপণ কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। (১০% আলু+১০০% মিষ্টি কুমড়া)
৪.	বেগুনের সাথে মসুরের আন্তঃফসল	দুই সারি বেগুনের (১০০%) মাঝে দুই সারি মসুর আন্তঃফসল বিন্যাসটি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক।
৫.	বাদামের গোড়া পচা রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা	বীচ বপনের ২১ দিন পূর্বে মাটিতে সরিষার খৈল বা মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ করে শোধনকৃত (প্রোভেন্স ২.০ গ্রাম/কেজি) বজি বপন করে বাদামের গোড়া পচা রোগ দমন করা যায়।
৬.	বারি আলু উত্তোলন যন্ত্র	<ul style="list-style-type: none"> এটি পাওয়ার টিলার চালিত যন্ত্র। খুব সহজে ও কম খরচে আলু উত্তোলন করা যায়। উৎসর্গমণ্ডল ৪% এর নিচে। কার্যক্ষমতা : ০.১০ হেক্টর/ঘণ্টা আলু উত্তোলন খরচ : ১৭০০০ টাকা/হেক্টর মূল্য : ৩৫,০০০ টাকা
৭.	আমের সংগ্রহোত্তর এনথ্রাসনোজ ও বোটা পঁচা রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা	আম সংগ্রহের ১৫ দিন পূর্বে বেভিস্টিন নামক ছত্রাক নাশক ১ গ্রাম/লি. পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা এবং ১ ইঞ্চি বোটা সহ আম সংগ্রহ করলে সংগ্রহোত্তর আমের এনথ্রাসনোজ এবং বোটা পচা রোগ দমন করা যায়।
৮.	পান উৎপাদনে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশের মাত্রা	হেক্টরপ্রতি ইউরিয়া ২২০ কেজি, ১১০ কেজি টিএসপি ও ৮৫ কেজি এমপি প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ইউরিয়া ৫০% সরিষার খৈল থেকে পূরণ করতে হবে। এজন্য হেক্টর প্রতি প্রায় ১ টন সরিষার খৈল প্রয়োজন হবে। ইউরিয়া এবং সরিষার খৈল সমান ৮ ভাগে ৪৫ দিন পর পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
৯.	হলুদ+মরিচ আন্তঃফসল চাষ	দুই সারি হলুদ (১০০%) এর পর এক সারি মরিচ (৩৩%) বা এক সারি হলুদ (১০০%) এর পর এক সারি মরিচ (৭৫%) চাষ করলে মোট ফলন ও আর্থিক লাভ একক হলুদ বা একক মরিচ থেকে বেশি পাওয়া যায়। লাভ খরচের অনুপাত ৫.৭২ - ৬.৫১ যা একক হলুদে ৪.৫২-৫.৪৯ বা একক মরিচে ৪.১০-৪.৭৪। হলুদ ৯-১০ মাসের ফসল। আন্তঃফসল হিসাবে মরিচ চাষ করলে একটি বাড়তি ফসল চাষ করা সম্ভব।
১০.	মৌরীর সঠিক বপন সময় ও বপন দূরত্ব নির্ধারণ	১০-২০ নভেম্বরের মধ্যে ৪ সেমি দ্বি ১০ সেমি বপন পদ্ধতি ব্যবহার করলে মৌরীর অধিক ফলন (প্রতি হেক্টরে ১.৬১-১.৬৭ টন) পাওয়া যায়।
১১.	গোল মরিচের দ্রুত বংশবিস্তার	সয়েল সাইন্স পদ্ধতিতে গোল মরিচের দ্রুত বংশ বিস্তার করা যায়। ফলে কৃষকের বাড়তি চাহিদা পূরণ সম্ভব। লাভ : খরচ : ১.৯১-২.১৩
১২.	রসুনের বৃদ্ধি ফলন ও গুণগত মানের উপর কোয়ার ওজন ও গাছের সংখ্যার প্রভাব	ফলন নিয়ন্ত্রিত জাতের তুলনায় ২৫.৫২% বেশি।। গুণগতমান যেমন- শতকরা টিএসএস, কন্দের ওজন, গঠন এবং আকার বৃদ্ধি পায়। ট্রিটমেন্ট; কোয়ার ওজন প্রায় ২ গ্রাম এবং গাছের সংখ্যা ১৫×১০ সেমি হতে হবে।
১৩.	পেঁয়াজের বোলটিং, ফলন গুণগত মানের উপর রোপণ সময় এবং নাইট্রোজেন সারের প্রভাব	ফলন নিয়ন্ত্রিত জাতের তুলনায় ১৭.৩৩% বেশি।। গুণগতমান যেমন- শতকরা টিএসএস, কন্দের ওজন, গঠন ও আকার বৃদ্ধি পায় এবং বোলটিং ২৭% কমে। ট্রিটমেন্ট: নাইট্রোজেন ১০০ কেজি হে. এবং রোপণ সময় ২০ ডিসেম্বর।
১৪.	অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি	<ul style="list-style-type: none"> এ সেচ পদ্ধতি সারিতে লাগানো ফসল যেমন- টমেটো, বেগুন, ভুট্টা ইত্যাদির (যাতে ফারোর মাধ্যমে যে সেচ প্রদান করা যায়) ক্ষেত্রে উপযুক্ত। এটি এমন একটি সেচ পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি ফারো অন্তর অপর ফারোতে পানি সরবরাহ করা হয়। দুই ফারোর মধ্যবর্তী ফারো শুষ্ক থাকে যা পরবর্তী সেচের সময়

